ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪১৪৮

আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

রাজ্যকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সমবায়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সমাজে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে কাজ করে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সর্বক্ষেত্রেই সফল হয়। ইতিবাচক মানসিকতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলিকে কোন্ দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আজ আগরতলা টাউন হলে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম এবং সমবায় দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সমবায় উৎকর্ষতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, রাজ্যকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে রাজ্য সরকার যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে সেগুলির মধ্যে সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যকে দুধ, ডিম, মাছ উৎপাদন ইত্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। কারণ আমাদের রাজ্যে দুধ, ডিম ও মাছের প্রচুর চাহিদা এবং বাজারও রয়েছে। মাছের চাহিদা পূরণ করতে রাজ্যকে বহির্রাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়। মাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতেও প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বহির্রাজ্যে চলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে দুধের চাহিদা পূরণে ১১শ কোটি টাকা এবং ডিমের চাহিদা পূরণে ৭৫ কোটি টাকা আমাদের রাজ্য থেকে বহির্রাজ্যে চলে যায়। সমবায় সমিতিগুলি যদি রাজ্যকে মাছ, দুধ ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কাজে এগিয়ে আসে তাহলে রাজ্যের টাকা রাজ্যেই থেকে যাবে। এতে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হবে। কারণ কোনও রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে হলে সেই রাজ্য থেকে টাকা যাতে বহির্রাজ্য চলে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হয়। রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যের বেশিরভাগ সমবায় সমিতিগুলি কৃষিভিত্তিক, প্রাণীসম্পদ ভিত্তিক এবং মৎস্যচাষ ভিত্তিক। তাই সমবায় সমিতিগুলিকে রাজ্যের চাহিদার কথা মাথায় রেখে মাছ উৎপাদন, মাছের খাদ্য, ডালের মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার রেশনশপের মাধ্যমে মসুর ডাল প্রদান করতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি ডাল চাষ ও মিলিং-এর উপর গুরুত্ব দিতে পারে। সমবায় সমিতিগুলি নাবার্ড, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, এস সি, এস টি এবং ও বি সি কর্পোরেশন থেকে ঋণ নিয়েও এইসব ক্ষেত্রে কাজ শুরু করতে পারে। রাজ্যে যেহেতু মাছ, ডিম, দুধের প্রচুর চাহিদা রয়েছে তাই এইসব ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলি উদ্যোগ নিলে সফল হবে বলেই মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে সমবায়কে নিয়ে শুধু আন্দোলন করতেই দেখা গেছে। সেগুলিকে লাভবান ও পুনর্জীবিত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার সমবায় সমিতিগুলিকে সঠিক দিশায় নিয়ে শহর ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

***২-এর পাতায়

এই লক্ষ্যকে পূরণ করতে সমবায় সমিতিগুলির মহিলা সদস্যদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় কো-অপারেটিভ সোসাইটি আমূল আমাদের দেশেরই, আর আমূল কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধিকাংশ সদস্যই মহিলা। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও ২০১৪ সাল থেকে যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছেন সেগুলির অধিকাংশই মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে করা হয়েছে। কারণ ভারতবর্ষ একটি মাতৃতান্ত্রিক দেশ। দেশের মহিলাদের যদি সব বিষয়ে অগ্রসর করা যায় তবেই দেশের অগ্রগতি ঘটবে। আমাদের রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিগুলির মহিলা সদস্যদের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায় বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি নিজেদের সমিতিকে আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যায় তারজন্য দায়িত্ব সহকারে কাজ করছে। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব হবে বলেও শ্রীমতি রায় আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং বলেন, এই প্রথম জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম কোনও রাজ্যে এই ধরণের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এই নিগমের অন্তর্গত ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে ২৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং ধলাই জেলায় বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আরও ৩ জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সমবায় সমিতিগুলির কাজকর্মের উৎকর্ষতার নিরিখে ৫টি সমবায় সমিতিকে পুরস্কৃত করা হয়। এরমধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাইমারি ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (প্যাকস) ক্যাটাগরিতে উৎকৃষ্টতার পুরস্কার পেয়েছে মধ্য ভুবনবনের প্রগতি প্যাকস এবং এই ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে বিলোনীয়ার নেতাজি প্যাকস। শ্রেষ্ঠ প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ক্যাটাগরিতে উৎকৃষ্টতার পুরস্কার পেয়েছে কুমারঘাট প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং এই ক্যাটাগরির দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে উদয়পুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেষ্ঠ মহিলা কো অপারেটিভ সোসাইটি ক্যাটাগরিতে উৎকর্ষতার পুরস্কার পেয়েছে উদয়পুরের পপুলার উইমেন্স কো-অপারেটিভ ফর ক্রেডিট এন্ড থ্রিফট সোসাইটি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই সমিতি প্রথম জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়েছে। পুরস্কার প্রাপক সোসাইটিগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপক সোসাইটিগুলির প্রতিনিধিরা তাদের কাজের অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের আঞ্চলিক অধিকর্তা এম পি সগুনান, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার এবং ত্রিপুরা চা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা।

*****